তে | হ | রা | ন

সত্যি আমরা বোকা

তথ্যপ্রযুক্তির সুবাদে দেশের প্রতিদিনের খবর সংগ্রহ করতে প্রবাসীদের এখন আর খুব বেশি সময় বেগ পেতে হয় না। যাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, তারা বাংলাদেশের দৈনিকগুলোর ইন্টারনেট সংস্করণ থেকে নিয়মিত খবর পেয়ে যাচ্ছে। এছাড়া যাদের ইন্টারনেট নেই তারা বিভিন্ন দেশের রেডিও-র বহির্বিশ্ব কার্যক্রম থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠান থেকে টাটকা খবর পাচ্ছে। আমাদের প্রিয় দেশটি যে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে না, প্রতিদিনের খবরাখবর থেকেই তার প্রমাণ মেলে। দুর্নীতি আর হরতাল যেন দেশকে নিশ্চল করে রেখেছে। যে দেশে বিসিএস-র মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বার বার ফাঁস হয়, সেখানকার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে দুর্নীতি ছাড়া অন্য কিছু আশা করাই তো বোকামি। জোট সরকার কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন করবে বলে ঘোষণা পাবার পর প্রাবাসীসহ সকল বাংলাদেশীই খুশি হয়েছিল, কিন্তু এখন সেই আশা নিরাশায় রূপ নিয়েছে। সরকার যেসব ব্যক্তিকে দুর্নীতিবাজদের তালিকা তৈরি করতে বলেছিল, তারা ঐ তালিকা তৈরি করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন এবং এ জন্যই দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। দুর্নীতিবাজদের সঠিক তালিকা তৈরি করতে গেলে সরকারের মন্ত্রী-এমপি আমলাদের অনেকেরই নাম থাকবে তাতে, তাই এতো বড় দুঃসাহস কেউ দেখাতে চাইছে না। ফলে দুর্নীতি দমন, সেটা আমাদের জন্য স্বপ্নই থেকে যাবে। অন্যদিকে হরতাল তো আন্দোলনের চাবিকাঠি, বেকার জনগণকে হাতিয়ার করে ক্ষমতা আরোহণের পরীক্ষিত অবলম্বন। ফলে হরতালকে নিষিদ্ধ করতে বা হরতালের রাজনীতি থেকে সরে আসতে আওয়ামী লীগ কেন, অন্য কোনো দলই রাজি নয়। ক্ষমতাসীন চার দল, এখন হরতালের বিরোধিতা করলেও বিরোধী দল যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হরতাল আবারো তাদের প্রিয় হয়ে উঠবে। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের উদাহরণই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

কদিন আগে এক ইরানি বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সে বলল, টেলিভিশনের খবরে শুনলাম, তোমাদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, হরতাল হচ্ছে। আমি বললাম, হ্যাঁ হচ্ছে।

সে বলল, হরতাল জিনিসটা আসলে কি?

হরতালের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার পর সে বলল, তোমরা নিজেরাই নিজের পায়ে কুড়াল মারছ। রাজনৈতিক নেতারা হরতাল

প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানতে, জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১০০০

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী

নির্বাচিত ৫০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হবে বিশেষ সংখ্যা

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে চ্যানেল আই-এ

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি বই

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

লিখে ফেলুন গল্প
আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

জীবনের গল্প
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@shaptahik2000.com

আহ্বান করলেই তাতে সাড়া দিতে হবে, এর তো কোনো মানে হয় না। তারা হরতাল ডাকলে তোমরা তোমাদের মতো অফিসে যাবে, কাজ করবে, গাড়ি চালাবে। তোমরা তো স্বাধীন দেশের নাগরিক।

আমি বললাম, জিনিসটা খুব জটিল। তুমি ইচ্ছে করলেই বাইরে বের হতে পারবে না। যারা হরতাল ডাকে, তাদের একদল মাস্তান থাকে, তারা রাস্তায় মাস্তানি করে এবং প্রয়োজনে হরতাল ভঙ্গকারীদের হত্যা করে।

তারপরও হরতাল জিনিসটা তার মাথায় ঢুকেছে কি না আমার সন্দেহ, কারণ ইরানে কোনোদিন হরতাল হয় না। হরতাল নিয়ে অনেক কথাই বললাম। কিন্তু হরতালই সব সমস্যার মূল কারণ, তা নয়। আমাদের সমস্যা হলো, নিঃস্বার্থপরায়ণ, নেতৃবৃন্দের অভাব; যারা জনগণকে তাদের ভুলগুলো বাতলে দেবে, সংশোধন করবে।

কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দ, দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখেন, নিজের ছেলে, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং এলিট শ্রেণীতে রক্ষা করাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেন। সাধারণ জনগণকে দাস হিসেবে মনে করেন। দাস প্রথা বিলুপ্ত হবার আগে যেভাবে দাস বিক্রি হতো, তারা এখনো সেভাবে দাস বিক্রি করে আনন্দ পান। আধুনিককালের দাস ক্রয়-বিক্রয়ের নাম হচ্ছে, জনশক্তি রপ্তানি। জনশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এখন বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দের এক ধরনের ক্রেডিট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জনশক্তি রপ্তানি মানেই যে আজকের যুগের দাস রপ্তানি এবং আমাদের প্রবাসী ভাইদের যে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে দাস হিসেবে গণ্য করা হয়, তা কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অজানা নয়। অন্যদিকে, আমরা নিজেরাও দাস হতে পছন্দ করি। কারণ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে এর বিকল্প আর কোনো পথ নেই। সরকারি চাকরি সে তো মন্ত্রী-এমপিদের ধনী আত্মীয়-স্বজনদের জন্য বরাদ্দ। আর ব্যবসা, সেটাও তো পুঁজিপতিদের জন্যে। আমাদের মতো স্বল্প পুঁজির মানুষের জন্য কোনো ক্রমে দাস হতে পারাটাই যেন ভাগ্যের বিষয়।

আবার সেই আমরা প্রবাসী দাসরাও কিন্তু রাজনৈতিক দলের একনিষ্ঠ সমর্থক। বিদেশেও আমরা রাজনৈতিক দলের শাখা খুলেছি। নেত্রী এলে তাকে কদমবুচি করি এজন্যে যে, তিনি আমাদের মতো দাসদের খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন। তখন খালেদা জিয়া আর শেখ হাসিনা কদমবুচি নিতে নিতে মুচকি হাসে আর মনে মনে বলেন, আরে বোকার দল, তোদের কোনোদিন মাথা খুলবে না। আর তোদের মাথা খুললে কি আমরা দেশ শাসন করতে পারতাম।

সাব্বির আহমেদ, তেহরান, ইরান
ই-মেইল : zakiairib@yahoo.com

জি | য়া | ন | জি | ডো

হারিয়ে যায় মন

ঘটনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যেমনি নাটকীয়, তেমনি রোমান্টিক এবং একটু হাস্যকরও বটে। আমার বন্ধু সফিকুল। আমরা দু'জনেই গোকমিয়ং উইমেন্স ইউনিভার্সিটির কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামের ছাত্র। যদিও এটা আমাদের ইউনিভার্সিটি, তবুও ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম সবার জন্য। সারা ইউনিভার্সিটিতে আমরা দুজনই মাত্র ছেলে। তাই কোরিয়ান মেয়েদের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের মেয়েরা আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এই ইউনিভার্সিটিতে এসে চায়না, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, থাইল্যান্ড, রাশিয়া, হংকং ও অন্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হয়। তবে এর মধ্যে চায়নার একটি মেয়ে যার নাম লিচু নিয়ান, হঠাৎ আমার নজরে পড়লো। আমি আর আমার বন্ধু তাকে লিচু বলে সম্বোধন করতাম এতে সে অত্যন্ত খুশি হতো। অল্প দিনেই সব দেশের মেয়েদের সঙ্গে ভীষণ ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং লিচুর সঙ্গে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। ক্লাসের ফাঁকে তাকিয়ে দেখতাম সে অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার চোখ আর হাসি যেন দুর্নিবার আকর্ষণ। শত চেষ্টা করেও তার চোখের দৃষ্টি থেকে আমার চোখ ফেরাতে পারি না। তাই একদিন ক্লাস শেষে বন্ধুকে বলি, বন্ধু লিচুর ঐ ফেয়ার এ্যান্ড লাভলী হাসিতে হারিয়ে যায় মন। সে বলে, হারিয়ে যেতে দাও।

একদিন ক্লাসে ম্যাডাম জানান আমাদের কোরিয়ান মিউজিয়াম ঘোরাতে নিয়ে যাবে। আমাদের আনন্দ আর উল্লাস কে দেখে। নির্দিষ্ট একটি ট্রেন স্টেশনের নাম বলে দেন। সকাল ১০টায় ঐ স্টেশনে পৌঁছাতে হবে।

ব | ন

সুইস ফেস্টিভ্যাল

২৫ জুন। সকালের আকাশ থেকে থেমে থেমে কখনো এক পসলা বৃষ্টি, কখনো এক মুঠো রোদ, এভাবেই মধ্য গ্রীষ্ম জানান দিচ্ছিল সুইজারল্যান্ডের সুনীল আকাশ। এমনি এক বৃষ্টিস্নাত রোদেলা দিনে সুইস সরকারের ব্যবস্থাপনায় সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নে দিনব্যাপী এক বিশাল ফেস্টিভ্যাল উদ্‌যাপিত হলো। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এ ফেস্টিভ্যালে সুইস সরকার স্বীকৃত প্রায় শতাধিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাশাপাশি সুইস বাংলাদেশ কালচারাল ক্লাবও অংশগ্রহণ করে। সংগঠন এ ফেস্টিভালে তাদের স্টলে বাংলাদেশী খাবারও ঐতিহ্যবাহী পোশাক, ফতুয়া প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। সমগ্র ফেস্টিভালে সুইস বাংলাদেশ কালচারাল ক্লাবের স্টলটি সহস্র দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দিনভর উপচে পড়া ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে। আগতরা ক্লাবের উদ্যমী তরুণ কর্মীদের সেবা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন। বিকেলের শীতলতার সূচনালগ্নে বিশাল মুক্ত মঞ্চে শুরু হয় বিভিন্ন সংগঠনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্ব। বিভিন্ন সুইস সংগঠনের পাশাপাশি সুইজারল্যান্ডের আঙ্গিনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী এ সংগঠনের শিল্পীরা বিপুল সমারোহে মুক্ত মঞ্চে বাংলাদেশকে পরিচিত করায়। ঐতিহ্যবাহী পোশাক ফতুয়ার পরিচয়মূলক ছোট্ট একটি ফ্যাশন শোর মাধ্যমে সংগঠন তাদের মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সূচনা করে। বাংলাদেশের রেডিও ও টেলিভিশনের সংগীত শিল্পী 'করবী'র একের পর এক বাংলার লোকগীতি ও পল্লীগীতি ধারার গান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হাজারো দেশী-বিদেশী দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। মনমাতানো সুরের মূর্ছনায় চোখের পলকে কেটে যায় প্রায় এক ঘন্টার সময় সীমান্ত। সংগঠন বিগত আড়াই বছরের সফল অনুষ্ঠানগুলোর মতো এবারও সফলতার ঐহিত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

ফেস্টিভ্যালে উঠে এসেছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি

মিজানুর রহমান খান
সুইস বাংলাদেশ কালচারাল ক্লাব, বার্ন, সুইজারল্যান্ড, mizan_khan@gmx.ch

সকাল হতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, থামার লক্ষণ নেই। মিউজিয়ামে গিয়ে দেখি বিভিন্ন স্কুলে থেকে ৮-৯ বছরের ছেলেমেয়েরা আসছে। পরিবেশটা উৎসবমুখর মনে হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য মিউজিয়াম। এদের ঐতিহ্য এতো সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছে, যা এক দিনে ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। আমাদের আনন্দঘন মুহূর্ত আরও আনন্দে ভরে তুলতে হঠাৎ লিচুর এক বান্ধবী এল, দেখতে দারুণ। তাই বন্ধুকে বলি, বন্ধু জোড়া মিলে গেছে। সে বলে, মিলতে দাও। কিছুক্ষণ পরে সে চলে গেল। আমি আবার বন্ধুকে বললাম, বন্ধু সে চলে যাচ্ছে। সে বলে, যেতে দাও। এরপর হোটেলে খাওয়া-দাওয়া হলো, বিলটা আমিই মিটিয়ে দিলাম। যদিও ম্যাডাম নিষেধ করেছিলেন। এর কিছুদিন পর বন্ধুকে বললাম বন্ধু লিচুর চোখ দুটি আর হাসিকে ভালোবাসতে মন চায়। সে বলে, মনকে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখ। তখন আমি বলি, ইদানীং লক্ষ্য করছি, লিচুর সঙ্গে আমি কথা বললে তুমি মুখ বেজার করে বসে থাক। মনে হয় একখন্ড কালো মেঘ তোমার মুখের ওপর অন্ধকার ছায়া ফেলেছে। তাছাড়া লিচু সম্বন্ধে কোনো কথা বললে তুমি আমার কথার শেষাংশ দিয়ে আমাকে উত্তর দাও, তুমি পাগল হলে নাকি? সে বলে, বন্ধু আমি তোমাকে বলিনি, ওকে প্রথম যেদিন দেখি সেদিন থেকেই পছন্দ করে ভালোবেসে ফেলেছি এবং পাগল হয়ে গেছি। তার কথা শুনে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়! কতোটুকু পাগল হয়েছো সে বলে, ৭০%। আমি বলি, ফাজলামি রাখ, আগে জানো ও তোমাকে পছন্দ করে কি না। আমি তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করি কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। এরপর বন্ধু আমাকে অনুরোধ করে, তুমি আগের মতো ওর সঙ্গে মিশবে না, ওকে এড়িয়ে চলবে, কথা দাও বন্ধু। কি আর করা, বন্ধুর জন্য ভালো লাগার অনুভূতিটুকু দাফন করলাম। তাছাড়া স্কুল-কলেজের পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। পরে দেখি বন্ধুর মোবাইলে লিচুর অজান্তেই ছবি তুলে নিয়েছে এবং ছোট ছোট চিরকূট খাতায় লিখে রেখেছে। ওমা! আমি তো দেখেই চিৎপটাং, তাও আবার বাংলায়। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একটু হেসে বললাম, এ লেখা কি লিচু কখনো পড়তে পারবে? হায়রে! পাগল মজনু।

একদিন আমি ইন্টারনেট ক্যাফে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশীয় পত্রিকায় হেডলাইন পড়ছি। হঠাৎ লিচু এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি তাকে পছন্দ করি কি না। ভাগ্যিস বন্ধুর মনের কথাটা জানা ছিল। তাই ওকে মিথ্যে বলি, তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আমি বাংলাদেশে একটি মেয়েকে ভালোবাসি। তাছাড়া সফিকুল তোমাকে খুব পছন্দ করে। সে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে স্টুপিড বলে চলে গেল। কথাটা এখনো কানে বাজে। এরপর ওদের মধ্যে দিনের পর দিন সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতম হতে লাগলো। এভাবেই দিন কেটে যায়। এখনো সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যায় মন।

S.M. Anayeth Hosain Mannan
Hyeonchang-Sumyu 482-150
60, Yuljeong-dong,Yangju-si
Gyeonggi-do, South-korea
Ph. 010-3040-1110

ব্রেশিয়া

এখানেও মশার উপদ্রব

_A‡b‡KB g‡b K‡ib BD‡ivc ¯‡Mi †`k| GLv‡b †Kvb gkv-gvwQ †bB| wKš ev¯eZv wfb...

সাধারণত শীতপ্রধান ইউরোপে মশা-মাছি পোকামাকড় কমই হয়ে থাকে। আবহাওয়ার বিরূপতাই হয়তো এর প্রধান কারণ। তবুও জুন-জুলাই-আগস্ট এই কয় মাসে উত্তর গোলার্ধে যখন সূর্যের তাপ বেশি পড়তে থাকে তখন এখানে কিছু কীটপতঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মশা-মাছি ছারপোকা ইত্যাদি দেখা যায়। শীতের সময়ে গাছপালা পত্রশূন্য জীবনমৃতাবস্থায় থাকে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে গাছপালা পত্রপুষ্পে ভরে ওঠে। মাঠে ঘাটে সবুজ ঘাস গজায়। এই গাছপালা বেষ্টিত ভূমি থেকে মাঝে মধ্যে কিছু মশার উৎপত্তি হয়। তবে এগুলো খুব কমই মানুষের বাড়ীতে প্রবেশ করে থাকে। তারপরও স্থানীয় পৌরসভা থেকে এই পতঙ্গ থেকে কিভাবে দূরে থাকতে হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ রেডিও, টিভি-পোস্টারের মাধ্যমে জনগণের উদ্দেশে প্রচার করা হয়। এ দেশীয় লোকজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। এদের ঘর দুয়ার রাস্তাঘাট সবই পরিষ্কার।

এদেশে বসবাসকারী অভিবাসীগণ বিশেষ করে এশিয়া আফ্রিকা থেকে আগতরা একই ঘরে অধিকসংখ্যক লোক বসবাস করে। ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মানও নিম্ন পর্যায়ের। হতে পারে এর পেছনে অর্থনৈতিক দৈন্যদশা বা স্বদেশীয় অভ্যাস কাজ করে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গৃহে বসবাসকারী বাসিন্দাদের পরস্পর বিরোধী আচরণও এর কারণ। 'ও পরিষ্কার করে না আমি কেন ঝাড় দেব, এই মানসিকতা কাজ করে থাকে। এর ফলে গরমকালে অনেক অভিবাসীদের ঘরেই তেলাপোকা, মাছি, ছারপোকা ইত্যাদির উৎপত্তি হতে দেখা যায়।

গতকালই এই ব্রেশিয়া শহরে বসবাসরত এক বাংলাদেশী আমাকে বলছিল, 'ভাই বাসায় একঝাঁক মানুষ থাহি। তার ভেতর অইছে আবার উরাস হ্যাহেন কামরাইয়া রাঙ্গা কইরা হালাইছে। উরাসের কামুড়ে রাইতে ঘুমাইতে না পারলে বেয়ানে কামে যামু কেমাইলে'? আমি তার ঘরে এবং আসবাবপত্রে কিছু কীটনাশক ব্যবহারের উপদেশ দিলাম। এই দেশেও ঘরবাড়ি আঙ্গিনা তথা পরিবেশ পরিষ্কার রাখার প্রতি কর্তৃপক্ষের তাগিদ রয়েছে। হয়তো গরিব দেশের অভিবাসীরা পেছনে ফেলে আসা অভ্যেসের কারণেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি উদাসীন। বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। সেই জন্ম থেকেই দেখছি আমাদের দেশে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলার অভ্যেস। নোংরা পরিবেশ থেকে রোগের উৎপত্তি হচ্ছে দেখেও আমরা কয়েকজন নিজের আশপাশ পরিষ্কার রাখতে উদ্যোগী হই না। যা হোক উন্নত দেশে আসার ফলে আমাদের অভ্যেসের যে একেবারেই পরিবর্তন হচ্ছে না এমন নয়। এদের দেখে দেখে আমরা অনেক ভালো কিছুই রপ্ত করতে শিখছি।

Al-mamun
Via-Porta Pile-21
25100 Brescia, Italy

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন-
যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

মা | র | বু | র্গ

যা আছে আর যা নেই...

নগরের চিত্র এখানে এমন

এটা মারবুর্গ শহর, ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে যদি একটা ট্রেনে চেপে বসা যায়, তবে হয়তো পঞ্চান্ন মিনিটের যাত্রা শেষে এই শহরটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। যেতে হবে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে উত্তর দিক বরাবর। মারবুর্গ যথেষ্ট সুন্দর একটা শহর। পাহাড়ের গায়ে সাজানো মানব সভ্যতা। এ শহরে আমি বেলী ফুলও খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু তারপরও এ শহরে অনেক কিছুই নেই।

এ শহরে আমার ভাষা শিক্ষা কোর্সের সহপাঠিনী সিরিয়ার আহমেদ শামা'র মনে আনন্দ নেই। সে হালাল খাদ্যের দোকান খুঁজে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিরক্তির দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকায় এবং বলে আমি কেন এই যা-তা সবকিছু খাচ্ছি। আমি না মুসলমান! আমি তাকে বলি, আমার পূর্বপুরুষ বাঁদর ছিল। বাঁদর তো সবকিছু খায়, তাই না? ডারউইনের তত্ত্ব মোতাবেক আমাদের হাত-পা গজালেও খাদ্য অভ্যাসটা আগের মতোই আছে। লেজও আছে। লুকিয়ে রেখেছি। শামা আমার কথায় ফিক করে হেসে ফেলে। তবে শামা জানে না ওর হাসিটা মারবুর্গের পাহাড়গুলোর চাইতেও সুন্দর। এ শহরে আমার বন্ধু রাজন নেই। আর তাই রাত তিনটায় চানখাঁরপুল মোড়ে আমাদের চা খেতে যাওয়াও নেই। নেই আমাদের নারীবিষয়ক গবেষণা। কোনো মতে বেঁচে গেছি যে এই অপরূপা শহরে নারী বিষয়ক গবেষণার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। গবেষণার বিষয়বস্তু সবই উন্মুক্ত এবং প্রাণবন্ত।

এ শহরে বাংলামোটরের রোড ক্রসিং নেই। গাড়ির মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তা পার হবার সেই জৌলুশও নেই। তবে এ শহরের গাড়িগুলো নিজেরাই এঁকেবেঁকে চলে। প্রেমিকাকে চুমু খাওয়া থেকে শুরু করে 'হাভাইত্যা পোলাপান' বেকুবদের বসে থাকারও জায়গা আছে। 'এই যে বড় ভাই, ভাড়াডা লন' সেই সুললিত কণ্ঠের হেলপারও নেই, আর তাই ভাড়া না দিয়ে যাবার জন্য এক কোনায় আমার ঝিম মেরে বসে থাকার প্রবণতাও নেই।

অপরূপা সুন্দরী এক বোনের এক 'ট্যাবলেট মার্কা' ছয় বছর বয়স্কা হিন্দি গান জানা ভাগ্নি একবার একটা মহামূল্যবান খেলনা গাড়ি দেখিয়ে বলল, 'মামা ভাঙি?' অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে উত্তর দিলাম, 'ভেঙে ফেল। বাপের টাকা আছে, তুই ভাঙবি নাতো কে ভাঙবে?

এ শহরে আমার সেই আদরের ভাগ্নিটা নেই, কিন্তু অপরূপ-অভূতপূর্ব ডিজাইনের সত্যি সত্যি অজস্র গাড়ি আছে। ভেড়া মার্কা পাশের বাড়ির সখিনা থেকে শুরু করে খুলনায় আদনানের আহাজারি মার্কা মালার মতো সব ধরনেরই গাড়ি আছে। বিএমডব্লিউ কিংবা মার্সিডিজ গাড়িগুলো যখন রাস্তা দিয়ে শা করে বেরিয়ে যায়, আমার মস্তিষ্কে ভর করে তখন সঙ্গীতের সুর লহরী। 'পড়ে না চোখের পলক, কী তোমার রূপের ঝলক..'। কল্পনায় দেখি নায়িকা ময়ূরী দুপ্ দাপ্ করে আমার দিকেই ছুটে আসছে 'বাঁ-চা-ও'।

এ শহরে আমাদের পরীক্ষা পেছানো নিয়ে কোনো মিটিং নেই। নেই জাগ্রত জনতার 'মুখপাত্র অভিভাবক', সাজ্জাদের সেই বিজয়ী হাসি কিংবা নেই 'জাতির বিবেক' রেজার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জাগ্রত ঐতিহাসিক আন্দোলনকে গতিবান করা। আর তাই সারা দিন ভাষা ক্লাসে আর রাতে হোম ওয়ার্ক করতে করতে কখন যে মধ্যরাত পার হয়ে যায় টেরই পাই না। 'চল নয়টা-বারোটা মাইরা আসি।' কত্তদিন এ আহ্বান কাউকে জানাই না।

এ শহরে পলাশীর মোড়ের মতো রাতে বেঞ্চের ওপর বসে পরোটা-ডাল-ডিম খাওয়া নেই। বারো টাকায় ভরপেট খাওয়া আর দুই টাকার চা। কোর্স কমপ্লিট। তবে কোর্স কমপ্লিট করতে হলে গুনে গেঁথে দশটা ইউরো থাকা চাই। এবং সঙ্গে জার্মান ভাষা জ্ঞান। দুটোর কোনোটাই যদি না থাকে, 'পান্ডে কোয়ি বাত নেহি হ্যায়'। গান শুরু করে দাও আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' রান্না করতে হবে অবশ্যই রাত দশটার পর। কেননা, রাশিয়ার দাশা তখন ঘুমিয়ে পড়ে। এশিয়ান রান্না সংক্রান্ত দাশার কয়েক কোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এবার যাই হোক, রান্নার এনার্জি থাকে না। ফলাফল, বীজ গণিতে দুই নম্বর প্রশ্নমালার চার নম্বর অঙ্কটির মতো। হাত পুড়িয়ে ফেলা। এ শহরে মৌসুমী ভৌমিকের কোনো গান নেই। কেউ বলে না আর 'এখনো স্বপ্ন দেখো' পকেট হাতড়ে পাওয়া পুরনো ময়লা নোটগুলোও নেই। নেই ওয়ারীতে যাবার সেই রিকশাগুলো। স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে হঠাৎ টের পাই, সকালে একটা 'টেস্ট' আছে। এখন মারবুর্গে প্রায় মধ্যরাত। নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাংলাদেশের পেপারগুলোর কারেন্ট ইস্যু আপলোড হয়ে গ্যাছে। তড়িৎ গতিতে দেশে এক বন্ধুকেও মেইল করি, 'দোস্ত এরশাদরে এহনও আরেকবার বিয়া দেওন সম্ভব, মাগার আমারে দিয়া DSH পাস করণ সম্ভব না। ভালো থাহিস দোস্ত। দোয়া না করিস, তাই বইল্লা বদদোয়া দিছ না। সামনে পরীক্ষা, বুঝছই তো!

সালেহ
মারবুর্গ, জার্মানি, Iym2021@yours.com

কা | না | ডা

নাতালি মিস ইউনিভার্স

কানাডার সুন্দরী পিঙ্গলকেশী নীলনয়না নাতালি গ্লোবোভা এবারের মিস ইউনিভার্স ২০০৫ নির্বাচিত হয়েছেন। ১ জুন থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে ল্যাটিন আমেরিকান চার সুন্দরীকে হারিয়ে গ্লোবোভা এই শিরোপা জিতে নেন। টরন্টোর অধিবাসী গ্লোবোভা মাত্র ১১ বছর আগে পরিবারের সঙ্গে রাশিয়া থেকে কানাডায় চলে এসেছিলেন। মিস ইউনিভার্স হিসেবে তিনি বিশ্বে এইডস বা এইচআইভি বিরোধী প্রচারণায় অংশ নিতে চান। ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় এবার সব মিলিয়ে ৮১টি দেশ অংশ নিয়েছিল। গত বছরের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার জেনিফার হার্কন্স নতুন মিস ইউনিভার্স মুকুট পরিয়ে দেন। মিস ইউনিভার্স শিরোপা জয়ের ঘোষণার অব্যহিত পরেই সাংবাদিকদের তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আমি খুবই বিস্মিত, এটি একেবারে অবিশ্বাস্য। সমবেত সুধীজনের উদ্দেশে বলেন, ১১ বছর আগে যখন আমরা এ দেশে এসেছিলাম তখন আমাদের কিছুই ছিল না। আজ আমরা যথেষ্ট পেয়েছি।

নাতালি গ্লোবোভা

jasim_mallik@hotmail.com